আঁধি
অগ্রদূত পরিচালিত
এম্‌.পি'র নব নিবেদন
Released
14-11-1952

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ-র নিবেদন

আঁধি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: অগ্রদূত

কাহিনী: সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

গীতিকার: শৈলেন রায় : : সঙ্গীত পরিচালনা: দুর্গা সেন

চিত্রশিল্পী: বিজয় ঘোষ
শিল্পনির্দেশক: সত্যেন রায় চৌধুরী
শব্দযন্ত্রী: জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
রূপসজ্জাকর: বসির আমেদ
সম্পাদক: কালী রাহা
দৃশ্যসজ্জাকর: সুধীর খান
কর্ম্মসচিব: বিমল ঘোষ
ব্যবস্থাপক: তারক পাল

সহকারীগণ:—

পরিচালনায়: সরোজ দে, পার্ব্বতী দে, নিশীথ বন্দ্যোঃ
দৃশ্যসজ্জায়: জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, সুকুমার দে
চিত্রশিল্পে: অমল দাস, দিলীপ মুখোঃ
রূপসজ্জায়: বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
শব্দযন্ত্রে: অনিল তালুকদার, শৈলেন পাল
ব্যবস্থাপনায়: সুবোধ পাল, সঞ্জীব দত্ত
সম্পাদনায়: নীরেন চক্রবর্ত্তী, রমেন ঘোষ
আলোকসম্পাত: সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নন্দ মল্লিক, শম্ভু ঘোষ

স্থির চিত্র: ষ্টিল ফটো সার্ভিস

চিত্রপরিস্ফুটন: বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী

যন্ত্র সঙ্গীত: ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

পরিবেশক: ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

চরিত্র চিত্রণে:

দীপ্তি রায়
৺প্রভা দেবী
অপর্ণা দেবী
নিভাননী দেবী
সন্ধ্যা দেবী
রাধারাণী দেবী
আশা দেবী
আরতি মিত্র
মঞ্জুলা

★ ★
★
★ ★

রাধামোহন ভট্টাচার্য্য
মাষ্টার বিভু
আদিত্য ঘোষ
রাজকুমার মিত্র
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
অজিত কুণ্ড
অমর দত্ত
মনি শ্রীমাণী
নিশীথ সরকার
পঞ্চানন ব্যানার্জ্জি

★ ★
★

কাহিনী

জমিদার অভয়শঙ্কর চৌধুরীর বিরাট বাড়ীটা বেদনার বাষ্পে যেন জমাট বেঁধে গেছে। লীলা…লীলা…আর লীলা! এর প্রতিটি অলিগলি, প্রতিটি অলিন্দ, ঘরের প্রতিটি উপকরণের আড়াল থেকে যেন ভেসে আসে লীলার কাঁকনের রিণিরিণি—শাড়ীর খস্‌খস্ আর মৃদু কথার ফিস্‌ফিসানি। নিশ্চুপ নিস্তব্ধ বাড়ীটায় যক্ষের মত একা ঘুরে বেড়ায় অভয়শঙ্কর মৃতা স্ত্রী লীলার স্মৃতি প্রাণপণে আঁকড়ে। ভাবে এটাই জীবনের একমাত্র কাম্য। মাতৃহারা একমাত্র শিশুপুত্র নিখিলের কান্নাও তার সে অবাস্তব ধারণার মূলে নাড়া দিতে পারে না।……কিন্তু অভয়শঙ্কর জানে না—তার মনের গোপন কোণে এক অদম্য জীবনের আকাঙ্খা পরিপূর্ণ বুভুক্ষা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে অবচেতনার কোলে। তাই বৈচিত্র্যহীন জীবনের জড়ত্ব আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত তার কাঁধে ভর করে থাকে……… অভয়শঙ্কর মুক্তি চায়………চায় একটু বাতাস……… একটু আলো………

মুক্তি আসে নিখিলের হাত ধরে সুষমার রূপ নিয়ে—পৃথিবীর আদি সৃষ্টিতে যেমন প্রথম এসেছিল উষা, শান্তি আর কল্যানের কবোষ্ণ রশ্মি নিয়ে……; বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অভয়শঙ্কর………

"তুমি কে?"

"আমি সুষমা …নিখিল জানে আমি তার মা"…

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আসে শাশুড়ী ভুবনেশ্বরীর অনুরোধ—"নিখিল ভুল ক'রে জেনেছিল সুষমাই লীলা—তার মা…তুমি ওর সে ভুলটা ভেঙ্গে দিওনা বাবা……" প্রতিবাদ করে ওঠে অভয়শঙ্কর—"লীলার জায়গায় আর কাউকে বসাবো আমি!!!"……কিন্তু পট পরিবর্ত্তিত হয়……… অভয়শঙ্কর সুষমাকে বলে—"লীলার মত করে তোমায় আমি স্ত্রীর আসনে বসাতে পারবো না সুষমা…তবে…আমায় তোমার বন্ধু বলে জেনো আর নিখিলকে মনের মত মানুষ করার কাজে তুমি আমার সহায় হয়ো… …"

অবাস্তব ভিতের উপর রচিত হয় কল্পনার প্রাসাদপুরী। কিন্তু বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভয়শঙ্করের চোখের সামনে থেকে ঝ'রে পড়ে অবাস্তবতার খোলস……… সচেতন মন রঙ্গিন জাল বোনে, ভাল লাগার আবেশে…বলে—"একজন যে তার সব সাধ আর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে একটা মা'হারা ছেলের মায়ের অভাব পূর্ণ করতে পারে—তা তোমাকে দেখার আগে আমি জানতাম না সুষমা।" সুষমা আর অভয়শঙ্কর………নারী আর পুরুষ ………বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত ইসারায় সংকোচের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ধ্বসে পড়ে চূরমার হ'য়ে ………প্রকট বাস্তবকে দেখে আঁৎকে ওঠে অভয়শঙ্কর… ……মনগড়া সংস্কার আর গোঁড়ামীর আঁধিতে তার দৃষ্টি হয় অন্ধ, মন হয় বিভ্রান্ত—সহজ জীবনের ছন্দ যায় কেটে। ছন্দহীন সংসারে কখনও জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের ঝলক্, কখনও দুর্য্যোগের ঘনায়মান কালো মেঘ—কখনও বিপুল ব্যথায় ঝ'রে প'ড়ে শ্রাবনের ধারা……… ঘূর্ণীর মাঝখানে পড়ে নিখিল ঝড়ে ওড়া পাতার মত নিঃসহায়………সংবেদনশীল শিশুর চেতনায় জাগে নানা প্রশ্ন…মা'কে শুধায় সে—"আমার জন্যেই তুমি বাবার কাছে বকুনি খাও, না মা? আমি যদি কোথাও চলে যাই বা মরে যাই তা'হলে তো বাবা আর তোমায় বকবে না, না—!"……যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে সুষমার অন্তর—শুধু নিঃসহায় বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে তাকে বুকের মাঝে সব জ্বালা মিটাতে………কিন্তু প্রলয়দাপটে ঘনিয়ে আসে আঁধি…… স্বচ্ছতার সব আলো ক্ষণিকের জন্যে কালো হয়ে যায় চোখের সামনে………

"নিখিল…! নিখিল…!!" মায়ের নিষ্ফল আর্ত্তনাদ মিলিয়ে যায় ঝড়ের ঝঙ্কারে যেমন বিহঙ্গ মাতা নিঃসহারে কেঁদে ফেরে ঝড়ে ওড়া শিশুর সন্ধানে।

আত্মত্যাগ? না আত্মসমর্পণ?……কার আত্মদানে শান্তির মাধুর্য্য ঝ'রে পড়বে শান্তিবারির মত এই সংসারের অসুস্থ পরিবেশে? কার আত্মসমর্পণে হৃদয় ভ'রে উঠবে কানায় কানায় জীবনের অপরিপূর্ণ সুষমায়?

আঁধি আসে……রেখে যায় ঝরা পাতা, ধূলো আর আবর্জ্জনা—জীবনের অপ্রয়োজনীয় স্মৃতির সম্পদ……জীবন চলে সামনে এগিয়ে—আঁধির কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ ক'রে…… অপ্রতিহত গতিতে………

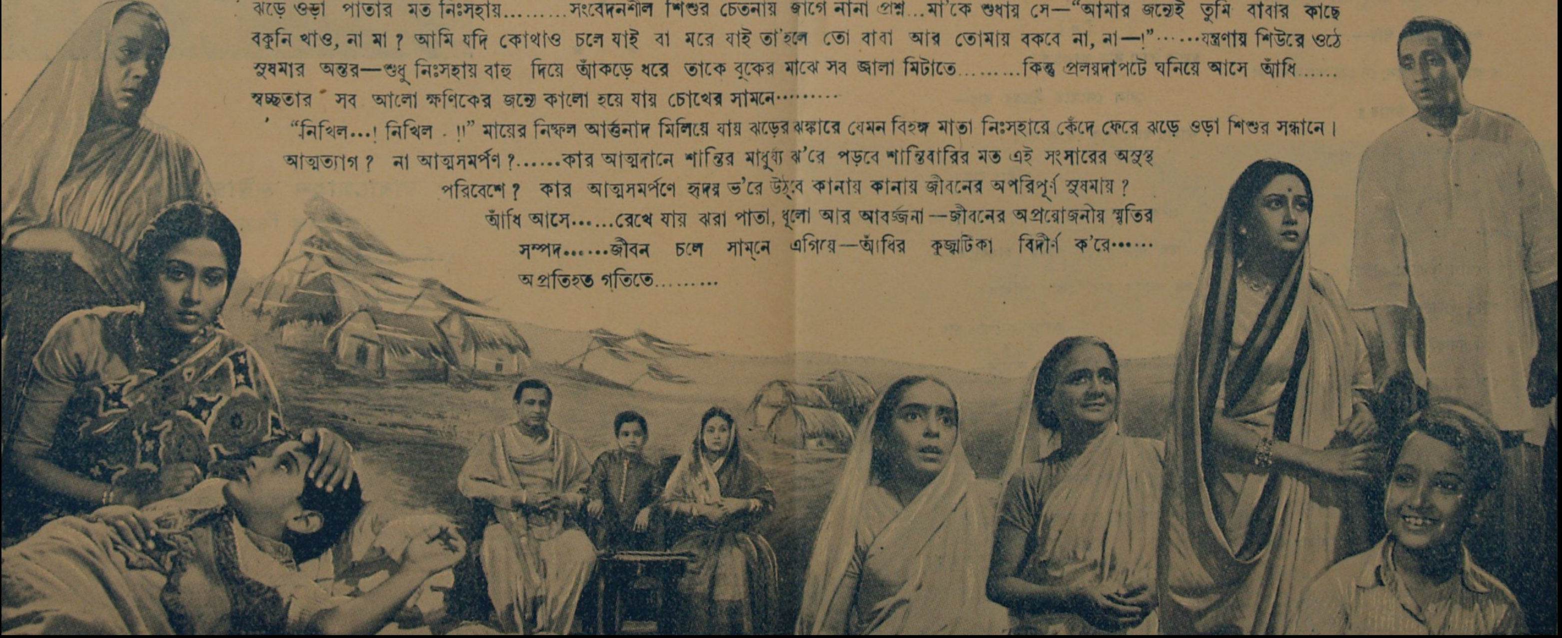

সঙ্গীতাংশ

[১]

তোমার বিরহে তোমারি হৃদয় জুড়ে
চিরদিন রব, রহিব না কভু দূরে—
জীবনে মরণে আমি যে তোমার প্রিয়া
স্বপনে হারাবো মরণ মাধুরী দিয়া……
স্মরণ তোমার করিব গোপনে
মোর গানে, মোর সুরে।

[২]

বিহানে গোপাল গোঠেতে গেল
ফিরিল না কেন সাঁঝে—
কত রাখাল কী হইল আজ
কপালে কী যেন আছে!
(কেন) বামেতে আঁখি নাচে থাকি থাকি
কম্পনে দেহটা যায়—
এ আসে, সে আসে, সে তো আসে নাকো
বল কী করি উপায়!
আজ বাড়ি' যাই পিছনে তাকাই
পাখী ডাকে পাতা নড়ে—
শব্দ শুনিয়া চমকিয়া বলি
গোপাল এলো কী ঘরে।
পথ নেহারিতে আঁখি হৈল আঁধি
দিবস হইল আঁধা—
তোমার আমার কালো'র কেন
গগনে উঠিল চাঁদা!
সে যে হেরিয়া চাঁদে
চাঁদ ধরে দে মা, চাঁদ ধরে দে মা,—
বলিয়া কাঁদে!
আমার হৃদয়ের চাঁদ গগনের চাঁদে
ধরিতে কাঁদে!
যার পায়ে চাঁদ গড়াগড়ি যায়
সেই চাঁদ বলে মাগো ধরে দে চাঁদে!
(সে যে) আকুল হ'য়ে মা মা বলে সাধে—
চাঁদ বলে মাগো ধরে দে চাঁদে!
আমি আর তো দিব না ছাড়ি—
আমার অন্তরের নিধি অন্তরে বাঁধিব
যদি না ধরিতে পারি!
মোর হাতের ননী হাতেতে শুকায়
চাঁদ মুখে দিয়া দিব—
সেই হৃদয়ের ধন হৃদয়ে না পেলে
কী ধন তুলিয়া দিব।

[৩]

চমকে তারা নীল আকাশে
জোনাক জোনাকে নীড়ের ধায়—
আমার স্বর্গ লোকে কে আমারে
ভুলিয়ে যায়!
হৃদয় আমার মগন যে পথ চাওয়াতেই
পথ হারা মধুর বনের হাওয়াতেই—
যেন আপন হারা কোন পথিকের
আপনটুকু পেতে চায়।
জীবনে কী হঠাৎ এল কাহিনি—
মধুর প্রাণে কোন মধুরের গান শুনি।
এমন ক'রে কে গো আমায় ডাক দিলে
না চাহিতেই উজাড় ক'রে সব দিলে—
যেন অকারণের পুলক আমার মনের
কূলে কূলে চায়।

[৪]

যে মোর দেবতা সাধনা আমার
প্রাণের শিখাতে শিখাতে
জ্বলিবে বাধায়—কিবা প্রদীপ মিলাতে।
দুখের হাসি আমি
আমি কাঁদিব তোমারি লাগি—
তোমার আঁধারে অমল
আলো মিলাতে।
যে মোর দেবতা তোমারি বিরহে
রেখেছি গোপনে প্রাণের পূজার ঘরে।
যদি বা কুসুম ঝরে
আমি ঝরিব তোমারি তরে—
তোমার স্বপনে আমার
আপনে বিলাতে।

[৫]

মধুর আমারে ডেকেছ নিঠুর খেলাতে—
সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ে
অবুঝ পাষাণ বেলাতে।
বাঁধিয়া আমারে বেদনার ডোরে
কেন এ লজ্জা দিতে চাও মোরে—
হৃদয় খানিরে ভাঙিয়া ভাঙিয়া
পারি না হৃদয়ে মেলাতে।
এ ফুলেও মোর মধু কাঁদে হায়
এ প্রদীপে জ্বলে আলো—
কেমনে জানি না আমারে হরিয়া
তোমারে লাগাবো ভালো!
তোমারি অনল বুকে নিয়ে তাই
মধুর জ্বালায় পুড়ে হব ছাই—
পরাণ খানিরে বিলাইয়া দিনু
ললিত চরণে খেলাতে।

* * *

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ-র পরবর্ত্তী......

অভিনব একখানি রসচিত্র!

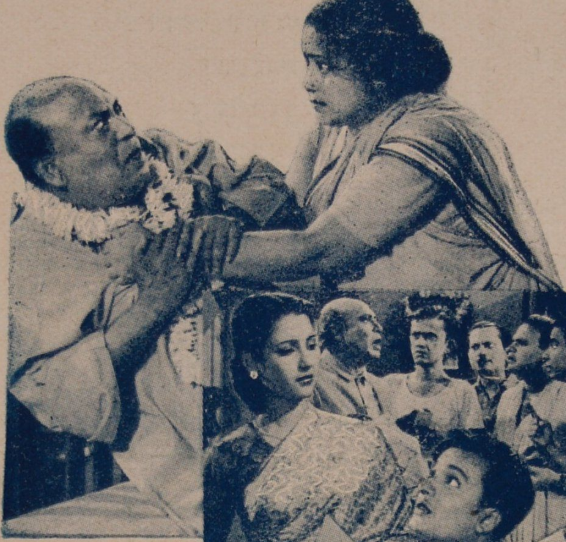

ভূমিকায়ঃ নবদ্বীপ, ভানু, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিধন, অজিত চট্টোঃ, জহর রায়, গুরুদাস, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, রেবা দেবী, **উত্তমকুমার ও নবাগতা সুচিত্রা সেন।**

বিজন ভট্টাচার্য্যের উপভোগ্য কাহিনী

সাড়ে চুয়াত্তর

পরিচালনা: **নির্ম্মল দে** (বসুপরিবার খ্যাত)

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, টেগোর ক্যাশেল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।